ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার ভূমিকা

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বার্থে

বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশন জাতীয় গণমাধ্যম। জাতীয় গণমাধ্যমে একটি দেশ ও জাতির সংস্কৃতি, রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা, কৃষ্টি অর্থাৎ জাতীয় চরিত্রের প্রতিফলন ঘটে। বাংলাদেশের জাতীয় গণমাধ্যমের বর্তমান সময়ের অনুষ্ঠানগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, খবর, বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। পাশাপাশি শিক্ষামূলক, ধর্মভিত্তিক কিছু প্রোগ্রাম যে নেই তা নায়। তবে তুলনামূলক বিচারে কম। মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া প্রিন্ট মিডিয়ার তুলনায় অনেক বেশি কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

'মাটি ও মানুষ' অনুষ্ঠানটির কথা বলা যায়। এই একটি অনুষ্ঠান বাংলাদেশের কৃষিতে বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছিল। কিংবা পরিবার পরিকল্পনা আন্দোলন বা এইচআইভি (এইডস) বিরোধ আন্দোলন, নিরাপদ পানি, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, নারী অধিকার আন্দোলনে টিভি-বেতার উভয়েই অসম্ভব ভালো ভূমিকা রেখেছে এবং রাখছে। এক সময় বাংলাদেশে বিটিভি ছাড়া আর কিছুই ছিলো না। এখন বিটিভির পাশাপাশি চ্যানেল আই, এনটিভি, এটিএন বাংলার মতো স্যাটেলাইট চ্যানেল রয়েছে। আরও অনেক চ্যানেল আসার পথে। বাংলাদেশ বেতারের পাশাপাশি মেট্রো রেডিও এখন দারুণ জনপ্রিয়। সামাজিক অনেক আন্দোলনে মিডিয়া এখন সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছে। সবুজ ছাতা ক্যাম্পেইন, এসিড বিরোধী ভূমিকাই মিডিয়ার নেতৃত্বে থেকেছে। মিডিয়া বিশেষ করে ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া অনেক বিষয়েই আবার নীরব বা তাদের সচেতনতার অভাব রয়েছে।

প্রতিবন্ধিতা আজকের বাংলাদেশে অন্যতম ইস্যু। এই ইস্যুগুলোতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠন ছাড়া আর সবাই স্বাভাবিক ধারণার চাইতেও বেশি নীরব। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রধান সমস্যা বা প্রতিবন্ধকতা হলো মানুষের বাঁকা দৃষ্টিভঙ্গি। মানুষ তথা সমাজ ও পরিবারের এই দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে পারলেই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা অনেক এগিয়ে যাবে। রাষ্ট্রীয় উন্নয়নের মূল স্রোতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রেও সবচেয়ে বড় বাধা দৃষ্টিভঙ্গির।

সামাজিক ও পারিবারিক দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে টিভি ও বেতার অগ্রণী

ভূমিকা পালন করতে পারে। এমনকি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামগ্রিক উন্নয়নে ইলেকট্রনিক্স মিডিয়াগুলো নেতৃত্বও দিতে পারে। পরিবার পরিকল্পনা বা সবুজ ছাতা, এইডস বা এসিডের মতো ইস্যুগুলোকে টেলিভিশন বিশেষ করে যেভাবে নিজেদের ইস্যু করে নিয়েছে, তেমনি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নের ধারণাকেও তারা যদি ইস্যু করে নেয়, তবে তা হবে সবচেয়ে ইতিবাচক দিক। বিটিভিসহ অন্য টিভি চ্যানেলগুলো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণের ধারণাকে তাদের প্রোগ্রামের অন্তর্ভুক্ত করে কিছু অনুষ্ঠানসূচি নিয়মিত করলে এই ইস্যু একটি দৃঢ় ভিত্তি পাবে। যার প্রভাব জাতীয় জীবন ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়ন অপরিসীম।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা দেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর বিশাল একটি অংশ। দেশের মোট ভোটারের ৭৫ লাখ প্রতিবন্ধী ভোটার। ১৪ কোটি লোকের ১০ শতাংশই প্রতিবন্ধী। লোকসংখ্যার বিচারে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংখ্যা অনেক সন্দেহ নেই। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সুযোগ-সুবিধার বিচারে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অবস্থা পেছনে। শুধু পেছনে বললে ভুল হবে, বলা উচিত পিছিয়ে পড়াদের চেয়ে পিছিয়ে তারা। আজকের বিশ্ব অনেক বেশি ইস্যুভিত্তিক আলোচনা নিয়ে ব্যস্ত। সেটা ব্যবসা-বাণিজ্য হোক আর পারস্পরিক সম্পর্কের বিচারেই হোক। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জীবনযাপন, খাদ্যের চাহিদা সবকিছুই অপ্রতুল। মানবাধিকারের দৃষ্টিতে যতগুলো ইস্যু আলোচনা করা সম্ভব তার প্রতিটিতেই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ করা প্রয়োজন। টিভি মিডিয়া

বিটিভি

CHANNEL

হৃদয়ে বাংলাদেশ

এ জায়গাগুলোতে কাজ করতে পারে। বিশেষ করে বিটিভির তো এমন কাজ করাই দরকার। বিটিভি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিভিন্ন দাবি-দাওয়া, অধিকার নিয়ে ডকু্য ফিচার করতে পারে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণে নতুন কোনো প্রোগ্রাম নিতে পারে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে মেধাবী যেসব প্রতিবন্ধী শিল্পী, সাংস্কৃতিক কর্মী রয়েছে তাদের তুলে আনাও জাতীয় গণমাধ্যমের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। টিভিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য শিক্ষা ও সচেতনতামূলক প্রোগ্রাম নেয়া যেতে পারে। আরও একটি বিষয় হলো, প্রতিটি টেলিভিশন চ্যানেলে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ইশারা ভাষার প্রচলন করা উচিত। এ ক্ষেত্রে সরকার টেলিভিশন চ্যানেলগুলোর জন্য নতুন নিয়ম প্রবর্তন করতে পারে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে কাজ করছে। তারা এ ব্যাপারে তথ্য মন্ত্রণালয়কে উৎসাহিত করতে পারে, যাতে তথ্য মন্ত্রণালয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণে জনসচেতনতামূলক অনুষ্ঠানসূচি হাতে নেয়। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বেসরকারি চ্যানেল-গুলোতেও লবি করতে পারে, যাতে বেসরকারি টিভি-বেতার চ্যানেল-গুলোও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য কল্যাণমূলক প্রোগ্রাম হাতে নিতে পারে।

ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার অনুষ্ঠান-সূচির ক্ষেত্রে স্পন্সরও একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। দেশের বিভিন্ন কোম্পানি এ ধরনের প্রোগ্রামে অনেক আগে থেকেই স্পন্সর করে আসছে। ডাচ-বাংলা ব্যাংক এইডস/এসিড বিরোধী প্রোগ্রামে স্পন্সর দিচ্ছে। ডাচ-বাংলার মতো বিভিন্ন দেশী-বিদেশী প্রতিষ্ঠান প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে টেলিভিশনের বিভিন্ন প্রোগ্রামে এগিয়ে এলে গণমাধ্যমগুলোও উপকৃত হয়। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব যেমন রাষ্ট্র বা সরকারের, তেমনি এ দেশের অপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরও কম নয়। শিল্পপতি, সমাজপতিদের দায়িত্ব অনেক। শিল্প মালিকরা তাদের কল-কারখানায় প্রতিবন্ধীদের উপযোগী কর্মের সুযোগ তৈরি করতে পারে। আবার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামনের দিকে এগিয়ে নিতে নানা ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণের সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের কর্তব্য। জাতীয় গণমাধ্যম বা টিভি-বেতারে সব শ্রেণীরই উপস্থিতি দেখা যায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা ছাড়া। ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ শুধু নয়, সবচেয়ে জরুরি হলো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করার মতো প্রোগ্রাম হাতে নেয়া। এ ব্যাপারে স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলোর পাশাপাশি মূল দায়িত্ব বিটিভি ও বাংলাদেশ বেতারের। প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী আশা করে, উন্নয়নের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে ইলেকট্রনিক্স গণমাধ্যমগুলো এগিয়ে আসবে। মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের আন্দোলনকে নেতৃত্ব দেবে বিটিভি, বাংলাদেশ বেতার।